জানুয়ারি-২০১৫ (১ম পক্ষ)

● জনমত শিরোনাম

— গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার শপথের মধ্য দিয়ে সারাদেশে ‘গণতন্ত্রের বিজয় দিবস’ পালিত

— বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র শান্ড়ি ও সমৃদ্ধি কমনা করে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত। ধর্মপ্রাণ মুসলি- দের সন্ড়োষ

— অবরোধ চলাকালে সহিংস তৎপরতা কঠোরভাবে প্রতিহত করতে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জনসাধারণের জোর দাবি

— নিত্যপণ্যের দাম স্হিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের ওপর গুর“ত্বারোপ ভোক্তাসাধারণের

— তিস্ড়া-যমুনা নদীর অববাহিকায় বালাসি ঘাটে পর্যটন স্পট গড়ে তুলতে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ গাইবান্ধাবাসীর

চলমান পাতা গু ২

গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার শপথের মধ্য দিয়ে সারাদেশে ‘গণতন্ত্রের বিজয় দিবস’ পালিত

● দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৫ জানুয়ারি সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ‘গণতন্ত্রের বিজয় দিবস’ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা লক্ষ্য করা যায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত হয়েছে বলে সর্বমহল মতামত ব্যক্ত করেছে।

● এদিকে, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য ছিলো বলে দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণ অভিমত প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী ও উন্নত দেশে পরিণত করার যে ‘ভিশন’ নিয়ে সরকার দেশ পরিচালনা করছেন, সর্বসাধারণ তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে বলে জনমতে জানা গেছে।

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র শান্তি ও সমৃদ্ধি কমনা ক’রে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত। ধর্মপ্রাণ মুসলি- দের সন্তোষ

● দেশ-বিদেশের ধর্মপ্রাণ লাখো মুসলি- র অংশগ্রহণে টঙ্গীর তুরাগ তীরে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে গত ১১ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন দিনব্যাপী ইজতেমায় অবস্থানপূর্বক আমলসমূহ প্রতিপালন এবং আখেরি মোনাজাতে শরিক হতে পারায় আগত মুসলি- রা সন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে জনমত ও প্রতিক্রিয়ায় জানা যায়।

চলমান পাতা-৩

• বিরোধী দল আহুত অবরোধের দুর্ভোগ ও আতংক উপেক্ষা করে প্রথম পর্বে ৩২টি জেলার মুসলি- রা ৫০-তম বিশ্ব ইজতেমায় যোগদানের লক্ষ্যে ইজতেমা ময়দানে পৌঁছায়। বিশ্ব ইজতেমাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্হাসহ সার্বিক বিষয়ে সরকার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সমাগত মুসলি- রা কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধুবাদ জানিয়েছে। পাশাপাশি, বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে দূর-দূরান্ড় থেকে অংশগ্রহণেচ্ছু জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ কোন বিরূপ কর্মসূচি দেবে না বলে ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

অবরোধ চলাকালে সহিংস তৎপরতা কঠোরভাবে প্রতিহত করতে সংশি ষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জনসাধারণের জোর দাবি

• দেশব্যাপী লাগাতার অবরোধ চলাকালে বিভিন্ন স্হানে সহিংস কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ায় জনসাধারণ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে, গণপরিবহনে অগ্নিসংযোগ, যাত্রীসাধারণ ও গাড়িচালকদের ওপর বিক্ষিপ্ত হামলা, ট্রেনের ফিসপে- ট উপড়ে ফেলায় জনমনে আতংক ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বলে জনমতে প্রকাশ। একই সঙ্গে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনায়ও সর্বসাধারণ উদ্বিগ্ন বলে জানা গেছে।

• এদিকে, অবরোধ চলাকালে নাশকতা ঠেকাতে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্ড়ি প্রদানের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্হার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছে দেশের আপামর জনসাধারণ। অবরোধের মধ্যে অন্যান্য অপরাধ যাতে কোনো ক্রমেই সংঘটিত হতে না-পারে সে-ব্যাপারে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকবে বলে জনসাধারণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

চলমান পাতা-৪

নিত্যপণ্যের দাম স্হিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের ওপর গুর"ত্বারোপ ভোক্তাসাধারণের

• চলমান পরিস্হিতির মধ্যেও বাজারে বিভিন্ন ধরনের চাল, ভোজ্যতেল, আলু, কাঁচামরিচ ও পেঁয়াজের দাম কম থাকায় জনমনে স্বস্ড়ি লক্ষ্য করা গেছে। তবে, অবরোধের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্হার প্রতিবন্ধকতায় পণ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ড় হচ্ছে বলে জনমত ও প্রতিক্রিয়ায় জানা গেছে। ফলে, বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রোধে ভোক্তাসাধারণ সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্ড়ক্ষেপ কামনা করেছে।

• হরতাল-অবরোধের মধ্যে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সারাদেশে পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা প্রদানের ওপর গুর"ত্বারোপ করেছে সচেতনমহল। এমতাবস্হায়, ব্যাপক পণ্য মজুদ থাকায় কেবল সরবরাহের মাধ্যমে পাইকারি ও খুচরা বাজারে পণ্য-সামগ্রী সুলভ হলে দাম ভোক্তাসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্য চলে আসবে বলে সচেতনমহল অভিমত প্রকাশ করেছে।

তিস্ড়া-যমুনা নদীর অববাহিকায় বালাসি ঘাটে পর্যটন স্পট গড়ে তুলতে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ গাইবান্ধাবাসীর

• গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় তিস্ড়া ও যমুনা নদীর অববাহিকায় বালাসি ঘাটে কয়েকটি পিকনিক স্পট ও দর্শনার্থীদের জন্য পর্যটন কেন্দ্র স্হাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে গাইবান্ধাবাসী। এসব পর্যটন স্পট নির্মিত হলে অভ্যন্তরীণ পর্যটকরা নদীর উপকূলীয় এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে পরিভ্রমণ করতে পারবে এবং এর ফলে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে স্হানীয় সুধীমহল।

রোকসানা/ আরমান/মাসুম/শিউলী